চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা
চট্টগ্রাম ।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক- শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে আন্তঃ সম্পর্ক নিশ্চিত হলে প্রতিষ্ঠানের সুনাম বৃদ্ধি পায়-সিটি মেয়র

চট্টগ্রাম- ২ অক্টোবর ২০১৮

সিটি মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন বলেছেন, হালিশহর গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ নারী শিক্ষার একটি বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদানের মানোন্নয়ন, শিক্ষক শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে আন্তঃ সম্পর্ক ও সমন্বয় নিশ্চিত হলে প্রতিষ্ঠানের সুনাম বৃদ্ধি পায়। এতে প্রতিষ্ঠান স্বাবলম্বী হওয়ার ক্ষমতা অর্জন করে। তিনি আজ মঙ্গলবার দুপুরে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক নব অধিগ্রহণকৃত হালিশহর গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ পরিদর্শন উপলক্ষে আয়োজিত সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন। নগরীর হালিশহর গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ গভর্ণিং বডির সভাপতি জালাল আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় ওয়ার্ড কাউন্সিলর আবুল হাশেম,এইচ এম সোহেল ও কলেজ অধ্যক্ষ আলম আকতার বক্তব্য রাখেন। এসময় কাউন্সিলর নাজমুল হক ডিউক,আলহাজ্ব ছালেহ আহমদ চৌধুরী,রাজনীতিবিদ সাইফুদ্দিন খালেদ বাহার,শেখ শফিউল আলম, লায়ন মো. ইলিয়াছ, কলেজ গভর্ণিং বডির সদস্য মনোয়ারা বেগম,মোবারেকা বেগম,সুলতানা নিগার রহমান,মোহাম্মদ আবু তৈয়ব মো. নুর আলম,শফি আলম,মো. ছালেহ নূর,আসিফ ও কামরুন নাহার সুমি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। নগরীর হালিশহর বড়পোল এলাকায় গড়ে উঠা চট্টগ্রাম গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের নির্মাণ কাজ শুরু হয় ১৯৯৬ সালে। ২০০৪ সালে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে ২০০৯ সালে কলেজটিকে চসিকের অধিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়। পরবর্তীতে অধিভুক্তিকরণের ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ক্রমে ২০১২ সালের ৩১ জুলাই,২০১৬ সালের ৯ মে এবং ২৫ মে তারিখে শিক্ষা সচিবের বরাবরে চিঠি প্রেরণ করে চসিক। সর্বশেষ চলতি বছরের গত ৯ জুলাই অধিভুক্তির আবেদন জানিয়ে সিটি মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদসহ সংশ্লিষ্ঠদের সাথে মুঠোফোনে কথা বলেন এবং মন্ত্রীর বরাবরে একটি দাপ্তরিক পত্র দেন। এর প্রেক্ষিতে গত ২৩ সেপ্টেম্বর কলেজটিকে চসিকের অধিভুক্তি প্রদান করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। সিটি মেয়র বলেন নগরবাসীর শিক্ষা অধিকার নিশ্চিতকরণে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন অসচ্ছল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অধিগ্রহণের মাধ্যমে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ফলে প্রশংসা কুড়াতে সক্ষম হয়েছে। শিক্ষা খাতকে আয়মুখী খাতে পরিণত করার লক্ষ্যে এমপিও ভুক্তিকরণসহ নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। পূর্বে শিক্ষা খাতে ৪৩ কোটি টাকা ভর্তুকি দিতে হত। এ বছর তা কমে প্রায় ২৯ কোটি টাকা হয়েছে। সমৃদ্ধ আলোকিত ও মূল্যবোধ সম্পন্ন বিশ্বমানের নাগরিক গড়ার কথা উল্লেখ করে সিটি মেয়র বলেন, শিক্ষা আভিধানিক অর্থে মৌলিক অধিকার হলেও সুযোগ সুবিধার অভাবে পারে না। যারা নিজেদের অর্থ সম্পদ বিলিয়ে দিয়ে শিক্ষা সেবা নিশ্চিতকরণে উদ্যোগ গ্রহন করেন তারাই প্রকৃতপক্ষে মহৎ ব্যক্তি। তিনি বলেন শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীদের নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা।এর ফলে পুরো সমাজ উদ্ভাসিত হয়। মেয়র এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক বিষয় সম্পর্কে বলেন, প্রায় ২ একর জায়গার উপর প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে খাদ্য ও পুষ্টি,রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট এবং বস্ত্র ও বয়ন শিল্প-এই ৩টি বিষয়ে পাঠদান করা হচ্ছে। তিনি শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুসারে প্রতিষ্ঠানে ইংরেজী,হিসাববিজ্ঞান বা অর্থনীতির মত বিষয়গুলোর উপর পাঠদান অনুমতি লাভের জন্য কার্যক্রম শুরুর জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে ৩৪ জনের মধ্যে এমপিও ভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারী রয়েছেন ২২ জন। অবশিষ্ট ১২ জন নন এমপিও ভুক্ত।

এর আগে মেয়র দক্ষিণ আগ্রাবাদ সিডিএ আবাসিক এলাকায় এডিপি'র অর্থায়নে ৩ কোটি ৪১ লাখ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নকৃত সড়কের উদ্বোধন করেন এবং দেশ জাতির সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।

বন্দর উইন্সম্যান এর দাবী মেনে নেয়ায় নৌ-পরিবহন মন্ত্রী, মেয়র সহ সংশ্লিষ্টদের অভিনন্দন জানান বন্দর সিবিএ

চট্টগ্রাম- ২ অক্টোবর ২০১৮

চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারকারী শ্রমিক কর্মচারি লীগ (রেজি : নং চট্ট ২৭৪৭)এর অন্তর্ভুক্ত উইন্সম্যান এর দাবী মেনে নেয়ায় মাননীয় নৌ-পরিবহন মন্ত্রী, মেয়র ও বন্দর চেয়ারম্যানসহ সংশ্লিষ্ট মালিক পক্ষকে অভিনন্দন জানিয়েছেন বন্দর ব্যবহার শ্রমিক কর্মচারি লীগ। চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারকারী শ্রমিক কর্মচারি লীগ (রেজি : নং চট্ট ২৭৪৭)এর অর্ন্তভুক্ত উইন্সম্যান এর দাবী ছিল বন্দর শ্রম শাখায় অন্তর্ভুক্তকরণপুর্বক অন্যান্য শ্রমিক কর্মচারিদের ন্যায় উইন্সম্যানদেরকে সুযোগ-সুবিধা প্রদান। এই ব্যাপারে চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারকারী শ্রমিক কর্মচারি লীগ (রেজি : নং চট্ট ২৭৪৭)এর অর্ন্তভুক্ত উইন্সম্যান দীর্ঘ ৯বছর যাবৎ আন্দোলন করে আসছে। অত:পর সিটি মেয়র আলহাজ্ব আ.জ.ম.নাছির উদ্দীন এর সার্বিক সহযোগিতায় ও হস্তক্ষেপে উইন্সম্যানদের প্রাণের দাবি গত ২৩শে সেপ্টেম্বর -২০১৮ইংরেজী তারিখে বন্দর বোর্ড সভায় অনুমোদিত হওয়ায় বন্দর উইন্সম্যানদের মাঝে স্বস্তি ও আনন্দ ফিরে আসে। এই উপলক্ষে বন্দর শ্রমিক কর্মচারি লীগ ও উইন্সম্যান নেতৃবৃন্দ আজ মঙ্গলবার সকালে সিটি মেয়রের সাথে তাঁর বাসভবনে এক সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন। সাক্ষাতকালে মেয়র বন্দর সিবিএ নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্যে বলেন চট্টগ্রাম বন্দর হচ্ছে জাতীয় অর্থনীতির চালিকা শক্তি। এই বন্দর দেশের অর্থনৈতিক সাফল্যের ক্ষেত্রে গুরুত্ব ভূমিকা পালন করে আসছে। আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য পরিচালনা কন্টেইনার হ্যান্ডেলিং এ বন্দর ব্যবহারকারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়ীদের জন্য জাতীয় উন্নয়নের স্বার্থে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে বন্দরের শ্রমিক কর্মপরিবার। তাই চট্টগ্রাম বন্দরের আয়-উপার্জন ও স্বনির্ভরতা অর্জনের ক্ষেত্রে বন্দর শ্রমিক কর্মচারীদের অবদানকে খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। তিনি সিবিএ নেতৃবৃন্দকে বন্দর শ্রমিক কর্মচারিদের ন্যায্য স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় ছাড়াও চট্টগ্রাম বন্দরের সেবার বিষয়ে সার্বিকভাবে খেয়াল রাখার পরামর্শ দেন। যাতে চট্টগ্রাম বন্দর অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হয়। এ সময় বন্দর সিবিএ নেতৃবৃন্দের মধ্যে সভাপতি মোহাম্মদ মীর নওশাদ, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলমগীর,সহ-সভাপতি মোহাম্মদ হুমায়ুন যুগ্ম সম্পাদক আমিনুল ইসলাম, মো. শহীদুল্লাহ, সহ-সম্পাদক নাসিরুল্লাহ ,সাংগঠনিক সম্পাদক সোহেল চৌধুরী, অর্থ সম্পাদক আলী আকবর, শ্রম সম্পাদক মো. জাহিদসহ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

আসন্ন শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে সিটি মেয়রের সাথে বাকলিয়া থানা পূজা উদযাপন পরিষদের সৌজন্য সাক্ষাত

চট্টগ্রাম- ২ অক্টোবর ২০১৮

গতকাল সোমবার, রাতে নগর ভবনের কেবি আবদুচ ছত্তার মিলনায়তনে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আলহাজ্ব আ জ ম নাছির উদ্দীনের সাথে বাকলিয়া থানা পূজা উদযাপন পরিষদের নেতৃবৃন্দ সৌজন্য সাক্ষাত করেন। সৌজন্য সাক্ষাতকালে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন বলেন, শারদীয় দুর্গোৎসব সনাতন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সর্ব বৃহৎ ধর্মীয় উৎসব। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন প্রতিটি পূজা মন্ডপে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার জন্য আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী, সিটি কর্পোরেশন ও পূজা কমিটির স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ সমন্বয় সাধন করে দায়িত্ব পালন করবে। প্রতিটি পূজা মন্ডপের আশপাশ এলাকা আলোকিত করা, রাস্তা সংস্কার করা এবং পরিচ্ছন্ন পরিবেশ বজায় রাখার বিষয়ে সিটি কর্পোরেশন দায়িত্ব পালন করবে। তিনি উৎসব চলাকালিন সময়ে সকল ধরনের অধর্মীয় ও অনৈতিক কর্মকান্ড থেকে বিরত থাকার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান। মেয়র দুর্গোৎসব সোহার্দ্যময় পরিবেশে উদযাপনের লক্ষ্যে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।

এ সময় চসিক কাউন্সিলর জহর লাল হাজারী, পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি নেহেরু লাল ধর, সাধারণ সম্পাদক ইন্দ্রজিত দে, সমীর নাথ, বিষ্ণু দেব, শ্যামল দাশ, নটু দাশ, উজ্জ্বল দাশ, যুবরাজ মল্লিক, প্রধান শিক্ষক তাপস দাশ, ডা. কাজল দাশ, সুশীল কুমার দেবসহ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদদাতা
রফিকুল ইসলাম
জনসংযোগ কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন